খালেদা জিয়াকে মুক্তির সিদ্ধান্ত

কারাবন্দী বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাজা ছয় মাসের জন্য স্থগিত রেখে তাঁকে ছয় মাসের জন্য মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ–সংক্রান্ত সুপারিশ করে আইন মন্ত্রণালয় থেকে ফাইল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আজ মঙ্গলবার তাঁর বাসায় সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান।

এ সময়ের মধ্যে খালেদা জিয়া নিজ বাসায় থেকে চিকিৎসা নিতে পারবেন। তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না। অন্য হাসপাতালেও চিকিৎসা নিতে পারবেন না।

মন্ত্রী বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিলেই তিনি মুক্তি পাবেন।

এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বিদেশে পাঠানো মানে তাঁকে ‘সুইসাইডের’ মুখে ফেলা।

সুত্র-প্রথম আলো

বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রম ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত

করোনোভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বিএনপির সব সাংগঠনিক কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে শুধু করোনা সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান থাকবে।

শনিবার রাতে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়।

রোববার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়, দেশব্যাপী দলের সব পর্যায়ে চলমান কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন কার্যক্রম আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

এর আগে করোনাভাইরাসের কারণে কারাবন্দি চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারম্যান খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ১১ মার্চের দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচিও বাতিল করেছিল দলটি।

প্রসঙ্গত ৮ মার্চ করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ার পর এ পর্যন্ত এই ভাইরাসে দেশে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত ধরা পড়েছেন ২৪ জন।

তারেক রহমানের ১৪তম কারাবন্দী দিবসের সভায় বিএনপি নেতা শরীফ

বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ১৪তম কারাবন্দী দিবস উপলক্ষে টুয়াডাঙ্গায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আয়োজনে গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শহরের রজব আলী মার্কেটস্থ জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আবুবক্কর সিদ্দিক আবুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শরীফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি নেতা শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, তারেক রহমান হচ্ছে আগামীর রাষ্ট্রনায়ক। তিনি বিএনপির একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁকে তৎকালিন তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়। এই অত্যাচারে তিনি অসুস্থ হলে পরে জামিনে মুক্ত হয়ে এখন লন্ডনে

চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন।

এছাড়াও বিএনপি চেয়ারপার্সন ও তিনবারের সফল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বর্তমান সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে মিথ্যা মামলা দিয়ে নির্জন কারাগারে রেখেছে। তাঁকে সঠিকভাবে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে না। এই সরকার বেগম জিয়াকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সরকার এখন কী করছে, তা আর ভাবার সময় নেই।

এখন একটাই চিন্তা ও ভাবনা করতে হবে বেগম খালেদা জিয়াকে কীভাবে জেল থেকে মুক্ত এবং তারুণ্যের অহংকার তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। আর বেগম জিয়ার জেল থেকে মুক্তি, তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনতে এবং এই সরকারের পতনের জন্য কঠোর আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই।’

জেলা জাসাস-এর সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিমুল হাবিব সেলিমের উপস্থাপন আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও পৌর কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মনি, জেলা মৎস্যজীবী দলের যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুজ্জামান বাবলু, পৌর বিএনপির সাবেক সহসভাপতি খায়রুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান মুক্ত ও পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ।

মেপ্র/আরপি

গাংনী উপজেলা ও পৌর যুবদলের আহবায়ক কমিটি গঠন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর যুবদলের আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত বুধবার মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী এ কমিটির অনুমোদন দেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল গাংনী উপজেলা আহবায়ক করা হয়েছে সাবেক ছাত্র নেতা মো: মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস ও গাংনী সরকারী ডিগ্রী

কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ কে সদস্য সচিব করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

অপরদিকে গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক করা হয়েছে পৌরসভার প্যানেল মেয়র ও ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলামকে ও ৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এনামুল হককে সদস্য সচিব করে ২০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের গাংনী উপজেলা আহবায়ক করা হয়েছে সাবেক ছাত্র নেতা মো: মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।

এদিকে সদ্য গঠিত এ কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল,

সাংগঠনিক সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দীন সহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও মেহেরপুর সদর উপজেলা ও মুজিবনগর উপজেলা যুবদলেরও আহবায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

বিদ্যুৎ-পানির দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা দেশে মানববন্ধন

করবে বিএনপি

বিদ্যুৎ ও পানির দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে আগামী সোমবার সারা দেশে মানববন্ধন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি।

শনিবার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

রিজভী বলেন, বিদ্যুৎ ও ওয়াসার পানির দাম বৃদ্ধির গণবিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আগামী ২ মার্চ (সোমবার) ঢাকা মহানগরসহ সারাদেশে জেলা সদর ও মহানগরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হবে।

ঢাকায় ওই মানববন্ধন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বেলা ১১টায় শুরু হয়ে ১২টা পর্যন্ত চলবে বলে জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত ১২ বছরে মোট ১৩ বার ওয়াসার পানির দাম বেড়েছে। একই সময়ে পানির দাম প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রিজভী বলেন, আগামী এপ্রিল মাস থেকে গ্রাহকদের আগের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি দাম দিয়ে ওয়াসার পানি কিনতে হবে। তবে সেই পানি বিশুদ্ধ হবে কি না তার কোনো গ্যারান্টি নেই।

বিএনপির মুখপাত্র বলেন, গ্যাসের দাম বাড়ানোর পর গত বৃহস্পতিবার সরকারের নির্দেশে বিইআরসি কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো সম্পূর্ণরুপে জনস্বার্থ পরিপন্থি।

সরকারের এসব গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নিজেদের লুটপাটকে অব্যাহত রাখা এবং দেশের মানুষকে শোষণ করে কঙ্কালসার বানানোই সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সুত্র-যুগান্তর

খালেদা জিয়ার জামিন আবারো নাকচ করলো হাইকোর্ট

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দণ্ডিত হয়ে কারাগারে আটক বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত। অর্থাৎ এ দফাতেও জামিন পেলেন না খালেদা।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে আদালতে মামলার শুনানি শুরু হয়। সে সময়ে হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী খালেদা জিয়ার সর্বশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) থেকে পাঠানো তার চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে জানানো হয় যে, খালেদা জিয়া বিএসএমএমইউ হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য সম্মতি দেননি।

এরপর খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা বিশেষায়িত হাসপাতালে তার উন্নত চিকিৎসার জন্য হাইকোর্টে আবেদন জানান।

কিন্তু আদালত তার স্বাস্থ্য রিপোর্ট পড়ে সেই আবেদন খারিজ করে দেন।

রিপোর্টে, খালেদা জিয়ার ডায়াবেটিস, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আছে উল্লেখ রয়েছে বলে জানা গেছে।

তবে বিএসএমএমইউ-তে উন্নত চিকিৎসা সম্ভব উল্লেখ করে আদালত নির্দেশ দিয়েছে যেন খালেদা জিয়ার সম্মতির ভিত্তিতে দ্রুত তার চিকিৎসা শুরু করা হয়।

বৃহস্পতিবার বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের হাইকোর্ট বেঞ্চে প্রতিবেদনটি দাখিল করেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মো. আলী আকবর।

এর আগে গত রোববার উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়া সম্মতি দিয়েছেন কিনা, সম্মতি দিলে চিকিৎসা শুরু হয়েছে কিনা এবং চিকিৎসা শুরু হলে কী অবস্থা তা জানাতে বিএসএমএমইউ এর উপাচার্যকে নির্দেশ

দিয়েছিলেন হাইকোর্ট।

মেপ্র/আরপি

খালেদা জিয়ার জামিন শুনানি শেষ, আদেশ বেলা ২টায়

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দণ্ডিত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের ওপর শুনানি শেষ হয়েছে। আজ বেলা ২টায় শুনানির ওপর আদেশ দেবেন হাইকোর্ট বেঞ্চ।

বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হক সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ শুনানি গ্রহণ করে এ সময় ধার্য করেন।

খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। এ সময় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, খন্দকার মাহবুব হোসেন, মাহবুব উদ্দিন খোকন, বদরুদ্দোজা বাদল, কায়সার কামাল, সগির হোসেন লিওন ও ফারুক হোসেন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম।

এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে হাইকোর্ট বেঞ্চে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সবশেষ স্বাস্থ্য প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বিএসএমএমইউর প্রতিবেদনে জানানো হয় যে, এই হাসপাতালের অধীনে উন্নত চিকিৎসায় খালেদা জিয়া সম্মতি দেননি।

আদালতের নির্দেশানুযায়ী বুধবার খালেদা জিয়ার চিকিৎসাসংক্রান্ত মেডিকেল রিপোর্ট জমা দেয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। তবে আর্থ্রাইটিসের উন্নত চিকিৎসার জন্য তিনি সম্মতি দেননি বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবীরা।

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জামিন আবেদনের ওপর আদেশকে কেন্দ্র করে সবার চোখ আজ উচ্চ আদালতের দিকে। খালেদা জিয়া কি জামিন পাবেন? নাকি আবেদন খারিজ হয়ে যাবে? এ নিয়ে জনমনে রয়েছে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা।

বিএনপি নেতা ও আইনজীবীরা বলছেন, ন্যায়বিচার পেলে খালেদা জিয়া জামিন পাবেন বলে আশাবাদী। তবে দুদক ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বুধবারই বলেছেন– খালেদা জিয়ার জামিন পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

বুধবার সুপ্রিমকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বরাবর বিএসএমএমইউ কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবেদন জমা দেন বলে জানিয়েছেন সুপ্রিমকোর্টের স্পেশাল অফিসার মো. সাইফুর রহমান।

তিনি বলেন, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিএসএমএমইউর আইনজীবী তানিয়া আকতার বিএনপি চেয়ারপারসনের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন সুপ্রিমকোর্ট রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে হস্তান্তর করেন।

এর আগে ২৩ ফেব্রুয়ারি জিয়া চ্যারিটেবল মামলায় জামিন আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কেএম জহিরুল হকের যুগ্ম-বেঞ্চ বুধবার বিকাল ৫টার মধ্যে বিএসএমএমইউ উপাচার্যকে কোনোরকম ব্যর্থতা ছাড়াই এ প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বুধবার বিকাল ৫টার মধ্যে সুপ্রিমকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বরাবর ওই প্রতিবেদন দাখিল এবং পাশাপাশি মামলার শুনানির জন্য বৃহস্পতিবার দিন ধার্য করা হয়েছিল। বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে খালেদা জিয়া অ্যাডভান্স থেরাপির জন্য সম্মতি দিয়েছেন কিনা, সম্মতি দিলে চিকিৎসা শুরু হয়েছে কিনা এবং বর্তমান তার কী অবস্থা তা জানিয়ে প্রতিবেদন বুধবারের মধ্যে দিতে বলা হয়।

সেদিন খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। এ সময় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, খন্দকার মাহবুব হোসেন, মাহবুব উদ্দিন খোকন, বদরুদ্দোজা বাদল, কায়সার কামাল, সগির হোসেন লিওন ও ফারুক হোসেন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম।

ওই দিন শুনানিতে জয়নুল আবেদীন বলেন, আমরা একমাত্র স্বাস্থ্যগত কারণে আবার আদালতে এসেছি। খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যগত অবস্থা আগের থেকে অনেক খারাপ। তিনি ৫ মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। নিজের

হাতে খেতেও পারেন না। খাবার খেলেও তিনি প্রায় বমি করেন।

খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করার পর পরিবারের সদস্যরা গণমাধ্যমকে বলেন, তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এভাবে থাকলে তার কখন কী হয়ে যায় তা বলা যায় না। তাই আমরা তার জামিন প্রার্থনা করছি।

খালেদা জিয়ার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থার প্রতিবেদন দিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ভিসির প্রতি নির্দেশনা চেয়ে করা আবেদন তুলে ধরেন জয়নুল আবেদীন। তিনি বলেন, ‘প্রয়োজনে তার স্বাস্থ্যগত সর্বশেষ অবস্থা কী, সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন চাইতে পারেন।’

শুনানিতে জামিনের বিরোধিতা করে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন, এর আগে এ আদালতে একই আবেদন করা হয়েছে এবং আপিল বিভাগে খারিজ হয়েছে। আপিল বিভাগে খারিজ হওয়া আবেদন এবং এ আবেদন পুনরাবৃত্তি মাত্র।

আপিল বিভাগ তো বলেছেন উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তার সম্মতিতে সেটি করা হবে। এ ছাড়া তার চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ওষুধ বাংলাদেশে রয়েছে। এর পর হাইকোর্ট খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শুনানি মুলতবি করেন।

দুর্নীতির দুই মামলায় ১৭ বছরের দণ্ড মাথায় নিয়ে কারাবন্দি খালেদা জিয়া এপ্রিল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দল ও পরিবারের সদস্যরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে অন্য হাসপাতালে নিতে চাইলে তাতে অনুমতি মেলেনি।

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় জামিন চেয়ে এর আগেও হাইকোর্টে আবেদন করেন খালেদা জিয়া। কিন্তু অপরাধের গুরুত্ব, সংশ্লিষ্ট আইনের সর্বোচ্চ সাজা এবং বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়াসহ অন্য আসামিদের করা আপিল শুনানির জন্য প্রস্তুত- এমন তিন বিবেচনায় হাইকোর্ট বেঞ্চ ৩১ জুলাই সেই আবেদন খারিজ করে দেন। এর পর খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা আপিল বিভাগে যান। কিন্তু খালেদা জিয়া জামিন পাননি।

১২ ডিসেম্বর আপিল বিভাগ কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়ে জামিন আবেদনটি খারিজ করে দেন। আপিল বিভাগের ওই রায়ে বলা হয়, বিএনপি

চেয়ারপারসনের সম্মতি থাকলে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে দ্রুত ‘অ্যাডভান্সড ট্রিটমেন্ট’ দেয়ার পদক্ষেপ নিতে।

সেই রায় ১৯ জানুয়ারি প্রকাশিত হওয়ার পর হাইকোর্টে নতুন করে জামিন আবেদন করার উদ্যোগ নেন খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা। ৩৬টি মামলার মধ্যে ৩৪টি মামলায় খালেদা জিয়া জামিনে আছেন বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবীরা।খালেদা জিয়ার জামিন শুনানি শেষ, আদেশ বেলা ২টায় যুগান্তর রিপোর্ট
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০, ১১:৩৮ | অনলাইন সংস্করণ

খালেদা জিয়ার জামিন শুনানি শেষ, আদেশ দুপুর ২টায়
জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দণ্ডিত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের ওপর শুনানি শেষ হয়েছে। আজ বেলা ২টায় শুনানির ওপর আদেশ দেবেন হাইকোর্ট বেঞ্চ।

বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হক সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ শুনানি গ্রহণ করে এ সময় ধার্য করেন।

খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। এ সময় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, খন্দকার মাহবুব হোসেন, মাহবুব উদ্দিন খোকন, বদরুদ্দোজা বাদল, কায়সার কামাল, সগির হোসেন লিওন ও ফারুক হোসেন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম।

এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে হাইকোর্ট বেঞ্চে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সবশেষ স্বাস্থ্য প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বিএসএমএমইউর প্রতিবেদনে জানানো হয় যে, এই হাসপাতালের অধীনে উন্নত চিকিৎসায় খালেদা জিয়া সম্মতি দেননি।

আদালতের নির্দেশানুযায়ী বুধবার খালেদা জিয়ার চিকিৎসাসংক্রান্ত মেডিকেল রিপোর্ট জমা দেয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। তবে আর্থ্রাইটিসের উন্নত চিকিৎসার জন্য তিনি সম্মতি দেননি বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবীরা।

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জামিন আবেদনের ওপর আদেশকে কেন্দ্র করে সবার চোখ আজ উচ্চ আদালতের দিকে। খালেদা জিয়া কি জামিন পাবেন? নাকি আবেদন খারিজ হয়ে যাবে? এ নিয়ে জনমনে রয়েছে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা।

বিএনপি নেতা ও আইনজীবীরা বলছেন, ন্যায়বিচার পেলে খালেদা জিয়া জামিন পাবেন বলে আশাবাদী। তবে দুদক ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বুধবারই বলেছেন– খালেদা জিয়ার জামিন পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

বুধবার সুপ্রিমকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বরাবর বিএসএমএমইউ কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবেদন জমা দেন বলে জানিয়েছেন সুপ্রিমকোর্টের স্পেশাল অফিসার মো. সাইফুর রহমান।

তিনি বলেন, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিএসএমএমইউর আইনজীবী তানিয়া আকতার বিএনপি চেয়ারপারসনের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন সুপ্রিমকোর্ট রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে হস্তান্তর করেন।

এর আগে ২৩ ফেব্রুয়ারি জিয়া চ্যারিটেবল মামলায় জামিন আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কেএম জহিরুল হকের যুগ্ম-বেঞ্চ বুধবার বিকাল ৫টার মধ্যে বিএসএমএমইউ উপাচার্যকে কোনোরকম ব্যর্থতা ছাড়াই এ প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বুধবার বিকাল ৫টার মধ্যে সুপ্রিমকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বরাবর ওই প্রতিবেদন দাখিল এবং পাশাপাশি মামলার শুনানির জন্য বৃহস্পতিবার দিন ধার্য করা হয়েছিল। বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে খালেদা জিয়া অ্যাডভান্স থেরাপির জন্য সম্মতি দিয়েছেন কিনা, সম্মতি দিলে চিকিৎসা শুরু হয়েছে কিনা এবং বর্তমান তার কী অবস্থা তা জানিয়ে প্রতিবেদন বুধবারের মধ্যে দিতে বলা হয়।

সেদিন খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। এ সময় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, খন্দকার মাহবুব হোসেন, মাহবুব উদ্দিন খোকন, বদরুদ্দোজা বাদল, কায়সার কামাল, সগির হোসেন লিওন ও ফারুক হোসেন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম।

ওই দিন শুনানিতে জয়নুল আবেদীন বলেন, আমরা একমাত্র স্বাস্থ্যগত কারণে আবার আদালতে এসেছি। খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যগত অবস্থা আগের থেকে অনেক খারাপ। তিনি ৫ মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। নিজের

হাতে খেতেও পারেন না। খাবার খেলেও তিনি প্রায় বমি করেন।

খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করার পর পরিবারের সদস্যরা গণমাধ্যমকে বলেন, তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এভাবে থাকলে তার কখন কী হয়ে যায় তা বলা যায় না। তাই আমরা তার জামিন প্রার্থনা করছি।

খালেদা জিয়ার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থার প্রতিবেদন দিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ভিসির প্রতি নির্দেশনা চেয়ে করা আবেদন তুলে ধরেন জয়নুল আবেদীন। তিনি বলেন, ‘প্রয়োজনে তার স্বাস্থ্যগত সর্বশেষ অবস্থা কী, সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন চাইতে পারেন।’

শুনানিতে জামিনের বিরোধিতা করে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন, এর আগে এ আদালতে একই আবেদন করা হয়েছে এবং আপিল বিভাগে খারিজ হয়েছে। আপিল বিভাগে খারিজ হওয়া আবেদন এবং এ আবেদন পুনরাবৃত্তি মাত্র।

আপিল বিভাগ তো বলেছেন উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তার সম্মতিতে সেটি করা হবে। এ ছাড়া তার চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ওষুধ বাংলাদেশে রয়েছে। এর পর হাইকোর্ট খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শুনানি মুলতবি করেন।

দুর্নীতির দুই মামলায় ১৭ বছরের দণ্ড মাথায় নিয়ে কারাবন্দি খালেদা জিয়া এপ্রিল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দল ও পরিবারের সদস্যরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে অন্য হাসপাতালে নিতে চাইলে তাতে অনুমতি মেলেনি।

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় জামিন চেয়ে এর আগেও হাইকোর্টে আবেদন করেন খালেদা জিয়া। কিন্তু অপরাধের গুরুত্ব, সংশ্লিষ্ট আইনের সর্বোচ্চ সাজা এবং বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়াসহ অন্য আসামিদের করা আপিল শুনানির জন্য প্রস্তুত- এমন তিন বিবেচনায় হাইকোর্ট বেঞ্চ ৩১ জুলাই সেই আবেদন খারিজ করে দেন। এর পর খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা আপিল বিভাগে যান। কিন্তু খালেদা জিয়া জামিন পাননি।

১২ ডিসেম্বর আপিল বিভাগ কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়ে জামিন আবেদনটি খারিজ করে দেন। আপিল বিভাগের ওই রায়ে বলা হয়, বিএনপি

চেয়ারপারসনের সম্মতি থাকলে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে দ্রুত ‘অ্যাডভান্সড ট্রিটমেন্ট’ দেয়ার পদক্ষেপ নিতে।

সেই রায় ১৯ জানুয়ারি প্রকাশিত হওয়ার পর হাইকোর্টে নতুন করে জামিন আবেদন করার উদ্যোগ নেন খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা। ৩৬টি মামলার মধ্যে ৩৪টি মামলায় খালেদা জিয়া জামিনে আছেন বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবীরা।

সুত্র-যুগান্তর

সুপ্রিম কোর্ট এলাকায় কড়া নিরাপত্তা

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন শুনানিকে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্ট এলাকায় রোববার সকাল থেকেই ব্যাপক নিরাপত্তা লক্ষ্য করা গেছে।

সুপ্রিম কোর্টের মাজার গেটের প্রবেশপথে তল্লাশি এবং পরিচয়পত্র চেক করে জনসাধারণকে সুপ্রিমকোর্ট এলাকায় প্রবেশ করতে দিচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

আদালত সূত্রে জানা যায়, জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনটি দিনের কার্যতালিকার এক নম্বর ক্রমিকে রয়েছে।

বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হকের হাইকোর্ট বেঞ্চে এ বিষয়ে শুনানি হতে পারে।

এর আগে ১৯ ফেব্রুয়ারি আবেদনটি উপস্থাপনের পর আদালত ২৩ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করেছিলেন।

ওইদিন আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি আবেদনটি হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় দায়ের করেন খালেদা জিয়ার আইনজীবী সগীর হোসেন লিয়ন।

এর আগে গত বছরের ১২ ডিসেম্বর এ মামলায় তার জামিন আবেদন পর্যবেক্ষণসহ খারিজ করে দিয়েছিলেন আপিল বিভাগ।

উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়ার জামিন চেয়ে গত মঙ্গলবার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় আবেদনটি জমা দেয়া হয়।

বুধবার খালেদা জিয়ার আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন আবেদনটি আদালতে উপস্থাপন করেন।

তখন বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারক ওবায়দুল হাসান বলেছিলেন, এর আগে তো আমরা এই আবেদনটি খারিজ করেছিলাম। পরে আপিল বিভাগও সেটি বহাল রেখেছেন। জবাবে খন্দকার মাহবুব বলেন, আমরা তো আবারও আসতে পারি। জামিন চাইতে বারবার আসতে তো বাধা নেই। বিচারক তখন বলেন, ঠিক আছে, আমরা বিষয়টি রোববার শুনব।

শুনানিতে খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, অসুস্থতা ও বয়স বিবেচনায় ‘মানবিক কারণে খালেদা জিয়ার জামিন চেয়ে আবেদনে বলা হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে তার উন্নত চিকিৎসা হচ্ছে না। জামিন পেলে তিনি চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে চান।

আবেদনকারীর (খালেদা জিয়ার) শারীরিক অবস্থার দিন দিন অবনতি হচ্ছে। তিনি এখন গুরুতর অসুস্থ। অন্যের সাহায্য ছাড়া চলাফেরা করতে পারেন না, খেতে পারছেন না। এমনকি ওষুধও নিতে পারছেন না। তাই দ্রুত তাকে যুক্তরাজ্যের মতো উন্নত দেশে নিয়ে আধুনিক, উন্নত চিকিৎসা বা থেরাপি দেয়া প্রয়োজন। তার এই অসুস্থতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আধুনিক উন্নত থেরাপি বা চিকিৎসার স্বার্থে নতুন করে জামিন আবেদনটি করা হয়েছে।

দুর্নীতির দুই মামলায় মোট ১৭ বছরের দণ্ড মাথায় নিয়ে কারাবন্দি সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গত এপ্রিল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দল ও পরিবারের সদস্যরা তাকে অন্য হাসপাতালে নিতে চাইলেও তাতে অনুমতি মেলেনি।

সুত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

মেহেরপুরে ছাত্রদলের তিন ইউনিটের কমিটি গঠন

মেহেরপর সরকারি কলেজ শাখা, সদর উপজেল শাখা ও মুজিবনগর উপজেলা শাখা ছাত্রদলের আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হুসাইন ও সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন স্বাক্ষরিত পৃথক পৃথক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

সদর উপজেলায় বক্তিয়ার খালিদ বুলবুল কে আহবায়ক ও শেখ রাশেদুল ইসলাম রাজনকে সদস্য সচিব, মুজিবনগর উপজেলা কমিটিতে আকিব জাভেদ সেনজিন কে আহবায়ক ও আজিজুর রহমান আফিরুল কে সদস্য সচিব এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা কমিটিতে ফাহিম আহনাফ লিংকন কে আহবায়ক ও তরিকুল ইসলামকে সদস্য সচিব করা হয়েছে।

কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত আহবায়ক ও সদস্য সচিব কে সাত দিনের মধ্যে পুর্নাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মেপ্র/ইএম

নয়াপল্টনে ‘ইভিএম পুড়িয়ে’ বিএনপির বিক্ষোভ

ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করে বিএনপি ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতাল চলছে। হরতাল সমর্থনে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিক্ষোভ করেছে বিএনপির নেতাকর্মীরা।

রোববার সকালে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করেছে দলটির কয়েকজন নেতাকর্মী। এ সময় প্রতীকী ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) পুড়িয়ে বিক্ষোভ করেন তারা।

এ সময় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রিজভী আহমেদ দাবি করেন, রাজধানীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হচ্ছে হরতাল। তিনি বলেন, সরকার বিএনপির হরতালকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করেছে। জনগণ বিএনপির দাবির প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছে।

এদিকে হরতাল ঘিরে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিপুলসংখ্যক আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া রাজধানীতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। নির্বাচনী দায়িত্বের অংশ হিসেবে মাঠে রয়েছে বিজিবিও।

ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনের ফল বর্জন করে শনিবার রাতে রাজধানীতে হরতালের ডাক দেয় বিএনপি। এতে সমর্থন দেয় জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট।

বিএনপির ডাকা হরতালে বাস চালানোর ঘোষণা দিয়েছে পরিবহন মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি।

শনিবার রাতে বিএনপি হরতালের ঘোষণা দেয়ার পরপরই সমিতির সভাপতি মশিউর রহমান রাঙ্গা ও মহাসচিব খন্দকার এনায়েত উল্লাহ বলেন, রোববার রাজধানীতে বাস চালবে।

সুত্র-যুগান্তর